- অসুর -

ভিড়ের মধ্যে প্রথমে দেখলাম বিদ্যাসাগর, তারপর পাগড়ি পরা উনি রামমোহনই বোধহয়, পিছনে গেরুয়া পরা স্বামীজিকেও চিনতে অসুবিধা হলনা | তবে লাস্ট বাট নট দ্যা লিস্ট আলখাল্লা পরা রবীন্দ্রনাথ | ভোটের মিছিলে হাটছেন মনীষীরা | স্বামীজি থেকে রবীন্দ্রনাথ সবার এক রেট হাফ ডে - ৩০০ ফুলডে - ৫০০| সাথে ফাউ টিফিনের প্যাকেট| সের দরে মনীষী কিনেছেন নেতারা|

রঙীন পতাকা, প্রমাণ আকৃতির কাট আউট,ফেস্টুন,ব্যানারে,মাইকে ছয়লাপ চারদিক| স্থান জঙ্গলমহলের অখ্যাত এক গ্রাম| ভোট এসেছে, সাথে এসছে ভোটের দল,ভোট প্রার্থী, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি ইত্যাদি | গণতন্ত্র, নির্বাচনী কেন্দ্র,স্পর্শকাতর বুথ,কেন্দ্রীয় বাহিনী, নির্বাচন কমিশন শব্দ গুলি ঘুরছে চায়ের ঠেক থেক থেকে পাড়ার রক, ট্রেনের কামরা থেকে চুলের সেলুন সব জায়াগায় পোস্ট এডিটোরিয়ালে |

ভোট গম্ভীর, ভোট মজার, ভোট তামাশার |

আজ বাদে কাল দোল | কিন্তু মানুষের দোলের চেয়ে দলের রঙেই মেতেছে বেশী |

সাদামাটা অজ পাড়াগায়ের ততোধিক সাদামাটা জীবনযাত্রায়, নেতা আসার মতো রোমাঞ্চকর ঘটনা সচরাচর ঘটেনা | তাই মহাভারতের কথার মতো 'অমৃত সমান' নেতাদের কথা শুনতে ঝেঁটিয়ে হাজির গ্রাম | রাজ্যের বাইরে দেশ উত্তাল কৃষি বিলের প্রতিবাদে, কৃষক আন্দোলনে তোলপাড় রাজধানী, কিন্তু মিডিয়ার প্রচার প্যাকেজে তাতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই, কারণ এখন নেতা-নেত্রীর দলবদল ও মিডিয়ার ভোলবদল সমানুপাতিক, সুবিধামত 'ফুল' বদল করে নিতে হয় গণতন্ত্রের বহুবিজ্ঞাপিত চতুর্থ স্তম্ভকেও | তাই উপরওয়ালার ইচ্ছাতে আমি এই খবর কভার করতে এসেছি |

মনীষীদের র‍্যালি চলছে, পিছনে বাজছে দেশাত্মবোধক গান | মঞ্চে উঠলেন হাত জোড় করা, সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত জ্যান্ত মনীষী|

ইনি 'ফুল' বদল নেতা, আগে ছিলেন দ্বৈতফুলে এখন শতদলে| উন্নয়নের শরিক থেকে সোনার বাংলা গড়ার বিশ্বস্ত কারিগর | পলিটিক্সের আসমান জমিন এনাদেরই দখলে| মনীষীর পদতলে বসা ভিড় হাততালি দিয়ে উঠল| নেতাদের বক্তৃতা যেমন ডেসিবেলে মাপা যায়না, তেমন প্রচারের ভিড় দিয়ে করোনা মাপা যায়না| করোনা এখানে অনাহূত| ‘করোনা চুপ! গণতন্ত্র চলছে’|

মঞ্চে বিশেষ অতিথি দিল্লীর মন্ত্রী, দোসর রাজ্যের রাঘববোয়াল মন্ত্রী থেকে চুনোপুঁটি নেতা, এছাড়াও সাংবাদিক থেকে বিরোধী নেতা পেটানো কাউন্সিলর , উচ্চমাধ্যমিক ফেল থেকে তোলবাজিতে মাস্টার্স নেতা,অমুক থেকে অমুকবাবুতে উন্নীত হওয়া প্রোমোটার, হাজতবাস করা পাড়ার স্বঘোষিত অভিভাবক - নানান যোগ্যতার তারকারা|

বাড়তি চমক, হিট সিনেমার ফ্লপ নায়িকা| প্রথা মেনে ভোটের সময় অভিনেতারা নেতার ভূমিকায়, আর নেতারা অভিনেতার ভূমিকায় রোল বদল করে |

মাইকে গানের জায়গায় এবার নেতার ভাষণ |

যেভাবে শিল্প স্থাপনের অন্যতম স্ট্র্যাটেজি হল জায়গা বাছাই- কয়লা এবং লোহার খনি কাছাকাছি থাকলে ইস্পাত শিল্প হয়, ঝুপড়ি থাকলে চুবড়ি ও চুল্লু শিল্প, আবার চুল্লুর কাছে চাট শিল্প হয়, সেই সঙ্গে কর্মহীনতা থাকলে চপ শিল্প | তেমনই যেখানে বঞ্চিত মানুষ, দৈন্য পরিস্থিতি , সেসব অঞ্চলে ভোট ব্যাঙ্ক গড়তে সুবিধা হয়| রাজনীতি টাও তো শিল্প নাকি?

বাইরে সূর্যের আর মঞ্চে ভাষণের তীব্রতায় চারদিক পুড়ছে | একমাত্র ভোটের মরশুমেই মূল্যবৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষের দাম বাড়ে |

এবার আসরে নামলেন দিল্লীর মন্ত্রী, বাঙালী অস্মিতাকে মূলধন করে তিনি শুরু করলেন... " রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ/জীবনানন্দের সোনার বাংলা/ অমুক দিদি করল শেষ "

দিল্লীর রাঘববোয়ালের মুখে ভাঙা ভাঙা বাংলায় স্লোগান শুনে, ভিড়ের আমোদ জাগে, আবার তুমুল হাততালি, এবার আগের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী।

নেতার মুখে রূপকথা গল্প গিলছে ভিড়...শিক্ষা,স্বাস্থ্যের,খাদ্যের রুপকথা । ভোটের সমীকরণে এই ভিড়ই এখন নেতাদের 'ভাই সব' , মাতব্বরদের 'জনতা জনার্দন', আমজনতাই তো তাঁদের 'কমরেড'।

অমর আকবর অ্যান্টনি সবার হাতেই দেশের রাজদণ্ড থাকে ভোট মরশুমে। ভিড়ের মনে হয়, একটা ভোটও কত মহার্ঘ্য ! বেশ কেউকেটা বোধ আসে ।নেতার মুখে দু আনার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে চার আনার মধু মেশানো।

চিরায়ত এই দৃশ্য গেলার চেয়ে আমার আগ্রহ অসুর দেখায়। উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটার ক্যারন, গুরজংঝোরা , মাঝেরডাবরি, নিমাতিঝোরা, নকশালবাড়ি চা-বাগানে অসুরদের বসতি থাকলেও, এই অঞ্চলে অসুর বিরল । দুর্গা পুজো অনেক দেরী, কিন্তু ভোটপূজোর দৌলতে অসুর এখন লাইমলাইটে । আজ নেতারা অসুরের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারবেন। জনসংযোগ । মানুষ থেকে অসুর দেবতা সবাই ভোট-সিলেবাসে প্রাসঙ্গিক ।

ক্ষয়াটে গড়ন, সরু চোখ ! বয়স আনুমানিক দুই কুড়ি পেরিয়েছে- আমার দেখা মহালয়ার আর কুমোরটুলির অসুরদের সাথে একেবারেই বেমানান এই অসুর!

পরিচয় জানতে চাওয়ায় ছোট্ট উত্তর এল - 'অসুর' আমিও ওর নাম দিলাম অসুর । নিজেদের মহিষাসুরের উত্তরপুরুষ দাবি করে এই অসুর সম্প্রদায়, আমাদের ভিলেন মহিষাসুর ওদের মহিষ রাজা । অসুরদের মূল ভাষা সাদরি হলেও ভাঙা বাংলা আর হিন্দী মিলিয়ে টুকরো টুকরো কথা বলছিল অসুর- বন্ধ হওয়া বক্সাইট খাদানের বেকার শ্রমিক থেকে অসুর এখন মাঠে মজুর খাটে। দুর্গা পুজোয় ও সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হাড়িয়ার নেশায় বুঁদ থাকে, সেটা আনন্দে নয় শোকে ! তবে মণ্ডপে না গেলেও পুজোর জন্য তাঁকে চাঁদা দিতে হয় নিয়ম করে । তবে এখন অনেকেই পদবী পাল্টে টোপ্পো বা কুজুর...নতুন ছোড়া ছুড়ি গুলো খ্রিস্টান হচ্ছে জোট বেধে, অসুরের গলায় আফসোসের সুর । যদিও এখনো সে আপোষ করেনি , এখনও নিয়ম করে পাহান(পুরোহিত) ডেকে সিংবোঙা আর মারাংবোঙার জন্য মোরগ বলি দেয়, খুঁজে খুঁজে করঞ্জী ফুলের তেল যোগাড় করে সোহরাই পরবে মাখে নাকে, বুকে ও নাভিতে । গেল বার শহুরে পুলিশ এসে 'মহিষাসুর দিবস' পালন আটকে দেয়, নিজের লোক মারা গেলে আজকাল পুলিশের থেকে অশৌচেরও অনুমতি নিতে হয় জানা ছিল না তাঁর !

ওদিকে মঞ্চে সমাজসেবার অপুষ্টি ঘোচাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নেতা ।' জোর করে নয়, কর জোড়ে নীতিতেই আমি বিশ্বাসী ' - আশ্বস্ত করেন তিনি । এরপর তিনি অবতারণা করলেন সাংস্কৃতিক লেবু 'রবীন্দ্রনাথের ' যা চটকালেও তেতো হয়না । কবিগুরু হলেন সর্বঘটে ব্যাবহৃত কলা । লক্ষ্য ভোটব্যাঙ্ক , তাই শুধু বিরোধী দলের হেভিওয়েট নেতাই নয় মনীষীদেরও হাতছাড়া করা চলে না ! সবাইকে দলে টানাই সব দলের নীতি । তাই এখন বেগুন ভাজা থেকে বাউল সবই নেতার মেনুতে আবশ্যিক ।

'নরমে-গরমে', 'দলতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র', 'বদলা থেকে বদলি', 'আমরা ওরার', 'ভালো-কালোর' নিখুঁত চিত্রনাট্য চলতে থাকল মঞ্চে । ভিড়ের হাততালিতে আনন্দ ঢেউ ।

সভা ভাঙার পর ভিড়ের জন্য মুড়ি ঘুগনি বাধা, জুটতে পারে মিষ্টিও । তাছাড়া খালি পেটে রবীন্দ্রনাথ হয়না । ওরা অল্পতেই খুশী ।

পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে, ভোট নেওয়ার আশ্বাস পেয়ে, এবার নেতা ঘোষণা করলেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে দলের মুষ্টিভিক্ষার কর্মসূচি- উদ্দেশ্য সেই জনসংযোগ |

আমার মনে পড়ে গেল দাদাঠাকুরের 'ভোটরঙ্গের' লাইন- " আমি ভোটের লাগিয়া ভিখারী সাজিনু / ফিরি গো দ্বারে দ্বারে / আমি ভিখারী না শিকারী গো "

ভার্বাল ভায়োলেন্সে থেকে ক্যামেরা লেন্সের ফোকাস এবার অসুর বাড়িতে| আধ পেটা খাওয়া অসুরের বাড়িতে পাত পড়ছে হাফ ডজন নেতাদের | জনসংযোগ !

বাড়ির দাওয়ায় চাটাইতে বসে হেভিওয়েট নেতাদের হেভি মধ্যাহ্নভোজন, পাতে পঞ্চ ব্যঞ্জন|

স্পন্সর? সেটা না হয় উহ্য থাক |

বক্সাইট খাদানের শ্রমিকও শ্রমিক আবার সরকার গড়ার কারিগরও শ্রমিক| দুই শ্রমিকের গায়ের গন্ধ আলাদা | একজনের থাকেন খবরের শিরোনামে, আরেকজন থাকেন আড়ালেই , কিন্তু এখানে দুজনেই শ্রমিক|

এক ফাকে বাইট নিতে চাই অসুরের, মতামত চাই ভোট নিয়ে |

'সবটাই আপেক্ষিক' , একটু চুপ থেকে অসুর জানায়| স্থান কাল সব |

আগের নেতা মন্ত্রীরা বলতেন- অন্য রাজ্যের তুলনায় আমরা শিক্ষা স্বাস্থ্যে অনেক এগিয়ে | এখনকার মন্ত্রীরা বলেন অমুক দুর্নীতি নিয়ে হইচই কেন ? ওদের কেলেঙ্কারির তালিকা তো আরও বড় | ওদের সময় আমাদের দশটা লাশ পড়েছিল, আমাদের দৌড় তো চড়চাপড় অবধিই| তার মানে 'ওদের' দুষ্কর্মের চেয়ে 'এদের' কেলেঙ্কারির তো পরিস্কার| সবই তো আপেক্ষিক তাইনা?

অস্বস্তি এড়াতে রোদচশমায় চোখ ঢাকি আমি|

আবারও সেই ভিড়,নেতার ভাষণ,প্রতিশ্রুতির মরিচীকা| সবই এক, তফাত সামান্যই - তফাত পতাকার রঙে|

' বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল ' , এই শপথ নিয়ে আমিও ব্যস্ত নির্বাচনী প্রচার কভারে | মাঝখানে বয়ে গেছে কয়েকটা দিন| অসুর আবার স্পটলাইটে, তবে অন্য কারণে | গণতন্ত্রের পবিত্র উৎসবে সামিলের মাশুল... দুষ্কৃতিদের গুলি পাঞ্জাবি পরা মনীষীদের নাগালে পায়নি, অসুরকে পেয়েছিল | মহিষ রাজার আশীর্বাদ বাঁচাতে পারেনি অসুরকে,সে মারা গেছে, রাজনীতির ভাষায় 'ভোট-শহীদ' |

দুদিন পর সবাই অসুরকে ভুলে যাবে,কারণ এটা ভোটের অঙ্ক, যার সূত্র সময়ের সঙ্গে পাল্টায় |''

তাছাড়া বাজারের নিয়ম হল, সাপ্লাই বাড়লে দাম কমে যায়, আর ভারতবর্ষে জনগণের সাপ্লাই অফুরন্ত |

আমি ভাবি স্টুডিওর ঠান্ডা ঘরে চলা আলোচনা সভার 'সেকুলার ইন্ডিয়া' , 'ধর্মনিরপেক্ষ ভারত' , 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' , 'সুষ্ঠু নির্বাচন' - এসবের আওতা থেকে ঠিক কতদূর এই বাস্তব ?

অসুর বলেছিল, " মানুষ সহজে অসুর হয়না,তবে অসুর মানুষ হতে চায়। তবে কিছু মানুষের মতোই দেখতে মানুষ আছে, যারা অসুর তৈরি করে । "

অসুর নেই ওর কথাটা বেঁচে আছে । যেমন- এখন শুনছি মানুষরুপী কিছু কদর্য জীব মঞ্চ থেকে নিদান দিচ্ছে- ঘেরাও করার, বোম মারার, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার, রগরানি দেওয়ার ।

ওরাই আসল অসুর।